এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেব

অক্টোবর ২০১৩

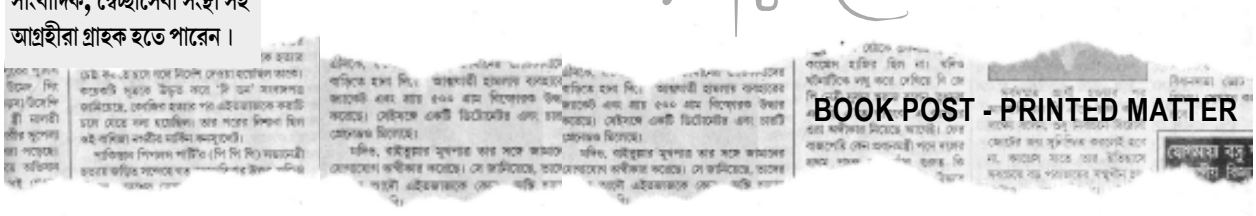

ফসলহানির সম্ভাবনা

১৯/৫২

উষ্ণায়ন থেকে নতুন বিপদ। শস্যকীট পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল ছেড়ে হিমমণ্ডলের দিকে চলে যাচ্ছে। ফলে হিমমণ্ডলে ফসলহানির সম্ভাবনা। কীটের চলার গতি বছরে প্রায় তিন কিলোমিটার। একদল বিজ্ঞানী ছশো বারোটি শস্যকীটের ওপর পঞ্চাশ বছর ধরে এই গবেষণা চালিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সেই গবেষণার ফল।

কলকাতা-মুম্বইয়ের ক্ষতি

১৯/৫৩

জলমগ্ন হয়ে আর্থিক ক্ষতি। ক্ষতি কলকাতা-মুম্বইয়ের। এই ক্ষতি ২০৫০ অব্দি হিসেবের নিরিখে। মুম্বইয়ের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি বছরে চল্লিশ কোটি ডলার আর কলকাতার ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি । কলকাতার সাপেক্ষে যা সামগ্রিক আর্থিক ক্ষতির চব্বিশ শতাংশ।

কাচ মোড়া বাড়ি নয়

১৯/৫৪

কাচ মোড়া বাড়ি গরম বাড়ায়। কাচ বায়ুমণ্ডলে তাপ ফেরায়, তাই তাপ বাড়ে। তাপ বাড়তে পারে সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্দি। কাচ মোড়া বাড়ি পশ্চিমী দেশের ঠান্ডা আবহাওয়ার উপযুক্ত, গরম আবহাওয়ায় কাচ খাপ খায় না। কনজারভেশন অ্যাকশন ট্রাস্ট এসব জানিয়েছে।

কাঠের বিপদ

১৯/৫৫

দেশে কাঠের বিপুল চাহিদা। বাড়ছে বনদখল। চলতি দশকে গোলাকার কাঠের ব্যবহার সাতকোটি ঘনমিটার ছাড়াবে অনুমান। এই সংখ্যা, সাড়ে তিন লক্ষ বড় জাহাজ তৈরিব কাঠের পরিমাণেব কাছাকাছি। দেশে কাঠ আছে দেড় কোটি ঘনমিটার, বাকিটা আমদানি। ফল, অন্য দেশের জৈব বৈচিত্র নাশ।

মাটি তুলতে ছাড়পত্র

১৯/৫৬

মাটি নিতে অনুমতি লাগবে। এবার থেকে মাটি তুলতে ছাড়পত্র নিতে বাধ্য ইট বা রাস্তা তৈরির সমস্ত উদ্যোগ। ছাড়পত্র মানে পরিবেশ-ছাড়পত্র। কথাটা জানিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল।

মোবাইল টাওয়ারে স্বাস্থ্যহানি

১৯/৫৭

মোবাইল টাওয়ারের কাছে বাড়ি হলে স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি বেশি। আবার এক টাওয়ারে একাধিক অ্যান্টেনা হলে ঝুঁকির মাত্রা

আরও বেশি। এসব বলছেন মুম্বই আই আই টি-র অধ্যাপক গিরিশকুমার। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, মোবাইল টাওয়ার থেকে বিকিরণ বেশ কমানো গেছে। যদিও সেই মাত্রা ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়ার চেয়ে এখনও চার-পাঁচগুণ বেশি।

সবুজ মরুভূমি

১৯/৫৮

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ায় সবুজ বাড়ছে। কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ায় মরুভূমি সবুজ হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, নর্থ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ১১ শতাংশ শুখা এলাকা এভাবে সবুজ হয়েছে। স্যাটেলাইটে পৃথিবীর শুখা ভু-প্রকৃতির এমন ছবি এসেছে। খবরটা দিয়েছে জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স।

জৈব বৈচিত্র পাঠক্রমে

১৯/৫৯

পাঠক্রমে জৈব বৈচিত্র নথির কথা। নথির কথা প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমে। এর জন্য বাছা হয়েছে কেরলকে। কেরলের ফলাফল দেখে সারা দেশে তার ব্যবহার হবে। কেরলে এই কাজের পিছনে আছে কেরল স্টেট বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড ও স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং। আর জাতীয় স্তরে এর উদ্যোগী ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড।

শব্দ-দূষণ হায়দরাবাদে

১৯/৬০

হায়দরাবাদে শব্দ-দূষণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। মাত্রা ছাড়িয়েছে অনুমোদিত সীমার। এই জন্য সমীক্ষা হয়। সমীক্ষার জন্য বাছা হয় হায়দরাবাদের পাঁচটি অঞ্চল। অঞ্চলগুলি ঠিক হয় বসতি-এলাকা,ব্যাবসাকেন্দ্র,শিল্পতালুক ও শব্দ-নিষেধ এলাকার নিরিখে। সমীক্ষা ফল বলছে, প্রতি অঞ্চলেই দূষণ নির্দিষ্ট নির্ধারিত মাত্রা পেরিয়ে গেছে।

চেন্নাইয়ে বেআইনী প্লাস্টিক

১৯/৬১

চেন্নাইয়ে আইন ভেঙে দেদার প্লাস্টিক ব্যবহার। আইনে বলা আছে ২০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক নিষিদ্ধ। আইনে বলা আছে, ব্যবহার করা যাবে না পুর্নব্যবহার-অযোগ্য প্লাস্টিক। কিন্তু ওখানে এখন ৪০ মাইক্রনের চেয়ে পাতলা প্লাস্টিক বাজার ছেয়েছে।

গাছ বাঁচাতে টেলিফোন

১৯/৬২

গাছ বাঁচাতে টেলিফোন। এই উদ্যোগ গুজরাটের আমেদাবাদে। ওখানে পুরসভা শহরে এলাকা ধরে ধরে ফোন নম্বরের ব্যবস্থা করছে। এলাকায় কোনো গাছে পোকা লাগলে, গাছের সার-জল দরকার হলে বা কোনো গাছের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা ফোনে নাগরিক পুরসভাকে জানাবে। পুরসভা সেইমতো ব্যবস্থা নেবে। পুরসভা এই নিয়ে নাগরিকের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও করছে।

দিল্লিতে লেক কমছে

১৯/৬৩

দিল্লি থেকে ২৯ লেক উধাও। এই হিসেব ১৯৯৭-৯৮ থেকে আজ অব্দি। লেক উধাও এর কারণ, জমি দখল করে বাড়ি ও লেকের শুকিয়ে যাওয়া। ১৯৯৭-৯৮ অব্দি দিল্লিতে লেক ছিল ৪৪টি। হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি রিঠাশশ, পিদমপুরা, বিষ্ণুগার্ডেন প্রভৃতি অঞ্চলে।

দেশে লোক বাড়ছে

১৯/৬৪

ভারতে অসংক্রামক রোগ বাড়ছে। বাড়ছে হৃদযন্ত্রসংক্রান্ত রোগ, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসজনিত সমস্যা, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার। এটা বেশি হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও দারিদ্রসীমার নীচের মানুষজনের মধ্যে। এইসব জানিয়েছে হু। তার এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে।

সোনার খনির বিরোধীতা

১৯/৬৫

রোমানিয়ায় সোনার খনি বিরোধী বিক্ষোভ। ওখানে রোসিয়া মনটানায় খনি হবে পরিকল্পনা হয়েছে। পরিকল্পনা গোল্ড কর্পোরেশনের কর্পোরেশন ঠিক করেছে ১৭ বছর ধরে ওখানে সোনা তুলবে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কেমন গ্রামোন্নয়ন ?

সুব্রত কুন্ডু

আমাদের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে মত-বিনিময় ও মূল্যায়নের ধারাবাহিক কার্যক্রম দরকার ,যাতে এর আরো উন্নতি করা যায় , এর জন্য একটি স্বাধীন মূল্যায়ন সংস্থা গঠন করা জরুরি। ইন্ডিয়া রুরাল ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১২-১৩ আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় একথা বলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। রিপোর্টটি তৈরি করেছে আইডিএফসি ফাউন্ডেশন সহ আরো কিছু নামজাদা সামাজিক ও গবেষণা সংস্থা। প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোজনা কমিশনের সদস্য ড. মিহির শাহ বলেন, জল হল জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস। সেই কারণে জলের বিভিন্ন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে করতে হবে। একাজে 'জন-সমূহ'এবং সরকারের অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন।

রিপোর্টটিতে খুব সঙ্গতভাবেই কৃষি-জীবিকা প্রসঙ্গে একটি বড় অংশ লেখা হয়েছে যা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় :

- কৃষি থেকে আয় আর পরিবারগুলির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে। এই চাষিরা মোট জমির ৮৫ শতাংশের মালিক। এর মধ্যে আবার শুখা এলাকার চাষিরা অর্ধেকের বেশি জমির মালিক।
- এদের জন্য নতুন চাষের মডেল দরকার। এছাড়া শুখা এলাকা বিভিন্ন ধরনের ছোট দানাশস্য (মিলেট) চাষ ফের শুরু করা দরকার। কারণ এই ধরনের শস্য স্থানীয় এলাকার উপযুক্ত, শক্ত-সমর্থ, পুষ্টিকর। এইসব শস্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা দরকার।
- বিভিন্ন ধরনের সামূহিক বা যৌথ চাষ -ব্যবস্থা চালু করা যাতে ঋণ, ভরতুকি, জমির মালিকানা, সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছোট ও প্রান্তিক চাষির নানাদিক থেকে সহায়তা হতে পারে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের ২০ লক্ষ চাষি সাফল্যের সঙ্গে সামূহিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুস্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করছে। এতে তাদের খরচ বহুল পরিমাণে কমেছে। কারণ ফসল তৈরি ও তা বাঁচানোর জন্য তাদের রাসায়নিক সার, বিষ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। এ ধরনের চাষের প্রসার আরো ব্যাপকভাবে করতে হবে।
- চাষের জন্য মোট মিষ্টি জলের ৮০ শতাংশের ব্যবহার হয়। জল কে আরো বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। জল ও তার উৎসকে (ভূ-জল ও ভূপৃষ্ঠ জল উভয়কেই) সামাজিক সম্পদ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এসবই খুব ভালো ভালো কথা। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি। কেন্দ্রীয় সরকার হই হই করে পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এই সবুজ বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার হল হাইব্রিড বীজ। যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল, রাসায়নিক সার, বিষ। এতে পরিবেশ, স্বাস্থ্য দূষিত হবে একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু অন্য যে বিপদ এর সঙ্গে আসছে তা হল প্রচুর খরচ। এই খরচ সামলানোর জন্য ঋণ। ঋণের জন্য কৃষকের আত্মহত্যা। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ঘটনা। ছোট চাষি ঋণের দায়ে ক্রমশ প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষি পরিণত হচ্ছে ভূমিহীনে।
নিন্দুকেরা বলছে সবুজ বিপ্লব শুধু হাইব্রিড বীজে থেমে থাকবে না। জিন পরিবর্তিত ফসলও এর সঙ্গে ফেউ হিসেবে আসছে। কেউ কেউ বলছেন এ হল কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কৃষি-শিল্পে 'উত্তরণ'-এর এক ভয়ংকর নীল-নকশা। না হলে সরকার সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে,কী করে বছরের পর বছর একাজে অর্থ বরাদ্দ করছে।

গ্রামোন্নয়ন রিপোর্টে একদিকে যেমন মানুষের অংশগ্রহণ, প্রাকৃতিক সম্পদ কে সামূহিক সম্পদ বলা হচ্ছে , অন্যদিকে কৃষি রাজ্য তালিকায় থাকলেও তা কেন্দ্রীয় সরকার বীজ, জিন ফসল, জৈবপ্রযুক্তি, জল ও জমি আইনের মাধ্যমে কুক্ষিগত করতে চাইছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। সরকারে মুখ আর মুখোশ নিয়ে তাই ধন্দ থেকেই যাচ্ছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মশলা রফতানির সর্বনাশ

১৯/৬৬

দেশে মশলা ব্যাবসায় দুর্দিন। ব্যাবসায় রফতানির বরাত কমছে। বরাত কমছে আমেরিকায়। ওদেশে ভারতীয় মশলায় বিষ-ব্যাকটিরিয়া মিলেছে । ব্যাকটিরিয়ার নাম স্যালমোনেল্লী। বিষ-মশলা দিয়ে বিষ ঢুকছে খাবারে। তাই ভারতীয় মশলা মার্কিন লাল তালিকায়। তালিকা মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। গুঁড়োলংকা, জিরা, হলুদসহ এই তালিকা বেশ দীর্ঘ।

মাছ ধরায় বিপদ

১৯/৬৭

মোটরচালিত ও যান্ত্রিক মাছ ধরায় গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ছে। বলছে, বিশাখাপত্তনমের সেন্টাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ টেকনোলজি। বলছে, এই বৃদ্ধির পরিমাণ কম হলেও উপেক্ষার নয়।

বনের ভেতর হোটেল ?

১৯/৬৮

গির স্যাঙ্কচুয়ারিতে হোটেল। পাঁচ বছর আগে ওখানে হোটেল সংখ্যা ২৫ ছিল । এখন তা সংখ্যায় ৩৪ । জঙ্গলের ভেতরের অনেকগুলো খামারবাড়ি হোটেল হয়ে গেছে। এই বছর এখন অব্দি জঙ্গলে ঢুকেছে ৪১৬,০০০ ভ্রমণার্থী । জঙ্গলের ২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে বন দফতর এই ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছে । দফতর বেআইনী হোটেল ভাঙবে বলে ঠিক করছে ।

দিল্লিতে লেক কমছে

১৯/৬৯

দিল্লি থেকে ২৯ লেক উধাও। এই হিসেব ১৯৯৭-৯৮ থেকে আজ অব্দি । লেক উধাও এর কারণ, জমি দখল করে বাড়ি ও লেকের শুকিয়ে যাওয়া। ১৯৯৭-৯৮ অব্দি দিল্লিতে লেক ছিল ৪৪টি । হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি রিঠাশা, পিতমপুরা, বিষ্ণুগার্ডেন প্রভৃতি অঞ্চলে।

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষি একটি অব্যর্থ মারণাস্ত্র

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

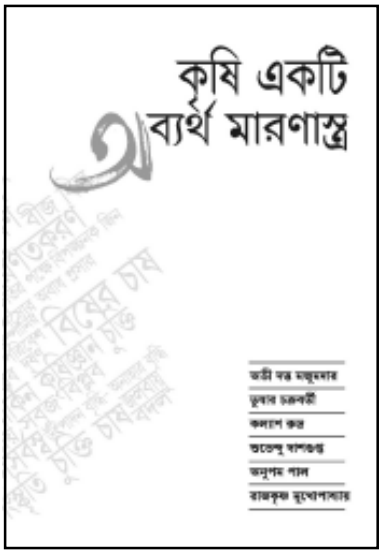

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪ ।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু